রাস্তার ছেলে

পরিচালনা :

চিত্ত বসু

কাহিনী ও চিত্রনাট্য :

বিজন ভট্টাচার্য্য

সুর :

নচিকেতা ঘোষ

রঞ্জন পিকচার্স (প্রাইভেট) লিঃ নিবেদিত • নন্দন পিকচার্স (প্রাইভেট) লিঃ পরিবেশিত

28-6-57

রঞ্জন পিকচার্স (প্রাইভেট) লিঃ নিবেদিত

রাস্তার ছেলে

পরিচালনা : **চিত্ত বসু**

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গীতরচনা : বিজন ভট্টাচার্য্য

সুরস্রষ্টা : নচিকেতা ঘোষ

আলোকচিত্র : রামানন্দ সেনগুপ্ত

শব্দগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ

সঙ্গীতানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশনা : কার্ত্তিক বসু

কর্ম-পরিচালনা : সত্য বসু

প্রধান সহকারী পরিচালক : গুরুদাস বাগচী

রূপসজ্জা : রঞ্জিত দত্ত, শিবু দাস

ব্যবস্থাপনা : ভূপাল রায়চৌধুরী

পরিস্ফুটনে : শৈলেন ঘোষাল

স্থিরচিত্র : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী

প্রচার-পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী প্রাঃ লিঃ

যন্ত্রসঙ্গীতে : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

পরিবেশনা : নন্দন পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ

॥ সহকারী ॥

পরিচালনা : প্রদীপ দাশগুপ্ত

আলোকচিত্র : হরেন বসু, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়,
সোনা মুখোপাধ্যায়

শব্দগ্রহণ : গোপীরঞ্জন কোলে

সম্পাদনা : নিরঞ্জন বসু

সুরস্রষ্টা : জয়ন্ত শেঠ, রবীনচাঁদ বড়াল

শিল্প-নির্দেশনা : শচীন মুখোপাধ্যায়

রূপসজ্জা : শম্ভু দাস

ব্যবস্থাপনা : মহাদেব দাস, ভগীরথ চক্রবর্ত্তী

আলোক-সম্পাত : সতীশ হালদার, দুখী নস্কর,
রেজাক, মদন সেন

পটশিল্প : বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ কয়াল, চণ্ডী

॥ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ॥

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে,

কলিকাতা পুলিশ,

অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্স ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে গৃহীত

এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

॥ নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত ॥

আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরতি মিত্র
বাণী ঘোষাল। ইলা চক্রবর্ত্তী। মিণ্টু দাশগুপ্ত
জানকী দত্ত। মৃণাল চক্রবর্ত্তী। রবীনচাঁদ বড়াল।

॥ রূপদানে ॥

বাবুয়া, অনুপকুমার, ছবি বিশ্বাস, গৌর সী,
আশীষ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী,
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, শান্তি ভট্টাচার্য্য, বুল্টু পালিত,
হৃষি বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল ভট্টাচার্য্য, প্রতুল চৌধুরী,
প্রীতি মজুমদার, কমল ঘোষ, দিলীপ, বাবু, শক্তি,
শ্যামল, বিষ্ণু, তিলক

শোভা সেন, সাধী দত্ত,
ছবি রায়, লীলাবতী, উষা দেবী—

— রাস্তার ছেলে —

সুখেন, শম্ভু, সতু, সুভাষ, শৈলেন, ননী,
কল্লোল, বারিদ, সূর্য্য, সমীর, সমর
ও
আরো অনেকে

কাহিনী

ছিন্নভিন্ন সমাজ-জীবনের পরগাছা সব—রাস্তার ছেলে। লাঞ্ছিত অবহেলিত প্রাণের কামনা বাসনার ভূত প্রেত,—শিব গড়তে বাঁদর হয়ে গেছে এরা।

যেমন হয় জঞ্জাল, রাস্তায় প'ড়ে থাকে আবর্জনার স্তূপ হয়ে, তেমনি অনাদৃত অভিশপ্ত এইসব ছেলেরা। এরা মানুষের ঘরসংসারের হলেও সংসার এদের বহুদিন পরিত্যাগ করেছে। তাই পথে-প্রান্তরে রাস্তা-ঘাটেই এরা এদের আস্তানা খুঁজে নিয়েছে। দিনযাপন আর প্রাণধারণের গ্লানি সহ্য ক'রে ক'রে এরা হয়েছে নীলকণ্ঠ। তাই আজও এদের মরণ নেই।

নোংরা বস্তিতেও ঠাঁই হয়নি এদের। রাস্তার ছেলেরা থাকে তারও বাহিরে—চালচুলোবিহীন সাধের মঞ্জিলে। মানুষের সমাজ এদের পরিত্যাগ করেছে ব'লে এরা গোটা সমাজটাকেই টেনে পাঁকে নামাবে বলে সংকল্প নিয়েছে যেন। সবাই শপথ নিয়েছে সমাজদ্রোহী রাজা'র নেতৃত্বে—মানুষ যেমন আমাদের ভালবাসলো না তেমনি আমরাও মানুষকে ভালবাসবো না, সমাজ যেমনি আমাদের জীবন কাঠখড় কুটোকাটার মতন জ্বালিয়ে দিল তেমনি আমরাও এই আগুন ছিটিয়ে দেব মানুষের ঘর সংসারে, ভেঙ্গে তচনচ করে দেব সৃষ্টি।

কঠিন অঙ্গীকার নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ওৎ পেতে থাকে রাস্তার ছেলেরা—দুর্দ্দমনীয় ঠেঙাড়ে সব। মারকাট লুটপাট ছাড়া কথা নেই।

রাস্তার ছেলে রাস্তায় থাকে আর ঘরের ছেলে থাকে ঘরে। বস্তিবাসিনী স্নেহাতুরা মা-জননী ছেলে মান্নার হাত ধরে পাঠশালায় নিয়ে যান। চোখে তাঁর স্বপ্ন—এই ছেলে তার লেখা পড়া শিখে বড় হবে, মানুষ হবে।

কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় কড়া পাহারা। বিষমজ্বরে পড়ে গেল মান্না রাস্তার ছেলের দলের নেতা রাজার।

বানের জলে পুকুর ভেসে গেল। উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া জীবনের জোয়ার নিয়ে গেল মান্নাকে। রাস্তার ছেলে ঘরের ছেলের চোখে ছড়ালো রাজা জয়ের দুঃস্বপ্ন—হাওড়া ব্রীজ দেখিছিস ?— খিদিরপুর ডক দেখিছিস ?— ময়ূরপঙ্খী দেখিছিস ?

দলে ভিড়ে গেল মান্না। ঘরের ছেলে নেমে গেল রাস্তায়। গৃহকোণ আর মায়ের স্নেহছায়া আর তার ভাল লাগলো না। অপটু হাত দক্ষ হয়ে উঠল একটির পর একটি দুষ্কার্য্য করে দুদিনেই। সাকরেদীতে সে বিশ্বস্ত হয়ে উঠল রাজার। তারপর একদিন তাকে জড়িয়ে ফেললো রাজা এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে।

লাল রক্ত দেখে শিউরে উঠলো মান্না। জীবনের জোয়ার ভাল লেগেছিল সত্যিই, কিন্তু তার এই ভয়াবহ রূপ তাকে স্তম্ভিত করেছে। ভয় পেয়ে মান্না ফিরে গেল ঘরে। কিন্তু মা তখন ছেলের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। ছেলেকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। পুলিশ যেদিন অপরাধের সূত্র ধরে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে গেল মান্নাকে, সে দিনও নয়।

"মা, তুমি একবার বল আমি চোর নই"—কেঁদে কেঁদে মিনতি জানালো মান্না। কিন্তু দেবী ততক্ষণে পাষাণী হয়ে গেছেন। ছেলের এই অপমান শেল হয়ে বিঁধেছে তার বুকে, মুখ ফুটে তিনি একটি কথাও বলতে পারলেন না সন্তানের স্বপক্ষে।

বিভ্রান্ত জীবনের অভিসম্পাত নিয়ে কয়েদী হয়ে চলে গেল মান্না। জেগে রইল শুধু স্নেহাতুরা জননীর দুটি চোখ—তন্দ্রাহীন, নিদ্রাহীন.....

সেই অতন্দ্র দৃষ্টি ছায়ার মত অনুসরণ করে চললো ছেলেকে—সব ছেলেই মান্না। মায়ের চোখে রাজাও মান্না।

কে ? মান্না ?

এতদিনে চমকে উঠলো রাজা ? এ চমকে সে শুধু শিউরে উঠলো না, নতুন এক কঠিন অঙ্গীকারে রণরণিয়ে উঠল তার সমস্ত বুক পাঁজর—

সমাজদ্রোহী রাজার জবানবন্দী শুনে সমাজের মানুষের মনও শিউরে উঠবে ?

প্রশ্ন উঠবে—দানবই কি দেবতা ?

সঙ্গীত

(১)

হা হা হি হি হু—উ হু আ হা হি হি
হা হা হি হি হু হু—উ হু আ হা হি হি
জান বাঁচে তো, মান বাঁচে না
রাত কাটে তো দিন চলে না
জান মান প্রাণ গেল হায়
তাইরে নাইরে নাইরে নায়
পেটে ক্ষিদে চোখে নাচে
শীতে কাঁপি জলে ভিজে
আপ্তজনা কেউরে নাই
তাইরে নাইরে নাইরে নায়
যেতে যেতে সবই গেছে
তাতে কিছু বেঁচে আছে
থাকলে কোথা পেতাম হায়
তাইরে নাইরে নাইরে নায়
নেই কিছু তাই বেঁচে গেছে
জজের মুখের ডিগরী আছে
এবার লিখন জারী কোরে
নীলাম করব দুনিয়াটাই—
তাইরে নাইরে নাইরে নায়
ওরে তাইরে নাইরে নাইরে নায়

(২)

ছু মন্তরে লাগ ভেলকি লেগে যা লাগ লাগরে
কাঠখড় কুটোকাটা বেঁটাখসা ঝরাপাতা জ্বলে যা
লেগে যা জ্বলে যা পুড়ে যা যাক্‌রে

ছক্কা পাঞ্জা মার জেত্তাল তাল মার
বাজী মার ডাও তুলে ভজুয়ার
চিড়িক ছিড়িক পানি মনের কথাটা জানি
জলচোখ ছলছল মনিয়ার হায় মনিয়ার
চং করে যায় কেরে আগুনে আড়াল দিয়ে
দেখে আর ফিরে ফিরে চায় রে
আগুণে বাড়ালে হাত যাবে পুড়ে নির্ঘাত
থাক্‌ প্রাণ হায় মান যায় রে
আয় ভোলা আয় কেলে ধলা নীলে বকা আয়
ভোঁদা আয় গান গাই সেই গান
তানমান ভরপুর কথাগানে নেই সুর
দুপুর রাতের আলো সূর্য্যের
আমার আগুন আছে আগুণের আমি আছি
জ্বলে খড় কুটোকাটা জ্বলেরে—জ্বলেরে
নুন খেয়ে গুণ মানি আগুণের গান গাই
জ্বালি খড় কুটোকাটা জ্বালিরে —

নন্দন

পিক্‌চার্সের

পরিবেশনায়

আর একটি

যুগান্তকারী

ছবি !

শ্রীখগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

রচিত

শ্রীচিত্রম্‌-এর নিবেদন

অভয়ের বিয়ে

শ্রেষ্ঠাংশে :

উত্তমকুমার

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ' প্রণতি ঘোষ

বিকাশ রায় ' ছবি বিশ্বাস ' সন্তোষ সিংহ

শোভা সেন প্রভৃতি

পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত

সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়

নন্দন পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬/৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও

অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।